ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু সংলাপ

প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়নই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ : ঢাবি ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৮ মে, ২০২৬ ১৭:৪১

জলবায়ু অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ঢাবিতে আন্তর্জাতিক সংলাপ। ছবি : কালের কণ্ঠ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঘোষিত প্রতিশ্রুতির কার্যকর বাস্তবায়নই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও তরুণদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার (১৮ মে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংলাপে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত জলবায়ু অঙ্গীকার (এনডিসি ৩.০) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে `NDC 3.0 Dialogues: From Commitments to Action' শীর্ষক এই সংলাপের আয়োজন করে `Youth for NDCs'।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলেও বৈশ্বিক আলোচনায় সব সময়ই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে সরকারের জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার এবং জার্মান দূতাবাসের ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের প্রধান উলরিখ ক্লেপম্যান।

দিনব্যাপী এই সংলাপে সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, তরুণ জলবায়ু কর্মী

ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

সংলাপের প্রথম পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দলভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন।

এ সময় জলবায়ু অর্থায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জলবায়ু নীতি বাস্তবায়ন এবং তরুণদের সম্পৃক্ততাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

আয়োজনে অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন দূতাবাস, জার্মান দূতাবাস, জিআইজেড (GIZ) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)। অনুষ্ঠানটিতে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।